শেষযাত্রায় পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

কী গান কুড়াতে গেলেন জলে?

কাজল চৌধুরী

কিংবদন্তি প্রতিম গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জন্য আর গান লিখবেন না। প্রচণ্ড এক অভিমান বুকে চেপে তিনি তাঁর শেষ আশ্রয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন গঙ্গার কোল। গত মঙ্গলবার তিনি সমর্পণ করেছিলেন নিজেকে সেখানেই। আমাদের কারোর কিছু জানা ছিল না। এ কি আত্মহনন, নাকি আত্মবিসর্জন? তাঁর অন্তিম যাত্রায় আমাদের এই শোকার্ত শ্রদ্ধার্ঘ্য।

এই মানুষটিকে আমাদের মনে রাখতে হবে। কেননা, আমাদের শৈশব থেকে মৃত্যুঅবধি ছেয়ে থাকবে তাঁর বাণী, তাঁর অমৃত পদাবলী।

এই মানুষটিকে মনে রাখতে হবে। কেননা, তিনি আমাদের ভালোবাসতেন। ভালোবাসতেন এই বাংলা ও বাঙালিকে। তিনি কোনো আগন্তুক ছিলেন না, ছিলেন আমাদেরই আত্মার আত্মীয়, একান্ত স্বজন।

এই মানুষটিকে মনে রাখতে হবে। কেননা, মহাকাব্যিক আমাদের সেই মুক্তিযুদ্ধে আমরা তাঁকে পাশে পেয়েছিলাম।

মানুষটি আজ বিদায় নিয়েছেন- কাউকে কিছু না বলে। চলে তো যেতেই হয়, কিন্তু এমনভাবে কেন? কোথাও কি তবে বাসা বেঁধেছিল অভিমানের ঘুণপোকা? অথবা কি এমনই পূর্বনির্ধারিত ছিল যে, প্রকৃত নাবিকের আশ্রয় হয় জলে? নিজে কি কখনো জানতেন, এভাবেই চলে যেতে হবে, আসলে এভাবেই চলে যেতে হয়?

সেই কবে গানের জগতেরই গুণী এক সুরকার সরোজ কুশারী তাঁর হাত দেখেছিলেন। কিন্তু আমাদের কখনো জানা হয়নি কী লেখা ছিল ভবিতব্যের সেই ছকে। তবে এটুকু জানি, সে সময় সরোজ কুশারী যে ছবির সুর করেছিলেন তার নাম 'জন্মান্তর'। সে ছবিরই একটি গান- 'তোমারই এ পৃথিবীতে ফিরে ফিরে আসি।' তখন কি হাত দেখার সেই ছকে এইসব ছোটখাটো, আপাত সম্বন্ধহীন ঘটনা পরম্পরায় লেখা হয়ে গিয়েছিল ভবিষ্য নিয়তি?

মুম্বাই থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে ঢাকা কোথায় না ছিল তাঁর সাদর আমন্ত্রণ? মুম্বাই বলুন, কলকাতা বলুন- কোন জায়গার কোন শিল্প না গেয়েছেন তাঁর গান?

এই বাংলাদেশও পুষ্ট হয়েছে তাঁর বাণী রচনায়, যেমনটা হয়েছিল একাত্তরে সেই মহাকাব্যের কালে। এ দেশেও কতো না শিল্পী গেয়েছেন তাঁর গান। ঢাকার কতো না ছবির গান লিখতে অনুরুদ্ধ হয়ে কতোবার না ঢেঁকি গিলতে হয়েছে তাঁকে।

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের বিচারে তাঁর পদ রচনার বিস্তৃতি বড়ো বিশাল। পুরোনো কিংবা হারানো শিল্পীদের কথা বাদই দিন, এই হাল জামানার শিশুশিল্পী আদিত্য নারায়ণ পর্যন্ত সুর মিলিয়েছে তাঁর গানে।

... এই বাংলাদেশকে ঘিরে ছিল তাঁর অগাধ ভালোবাসা। এদেশের যেখানে যখনই এসেছেন তার অতি তুচ্ছ স্মৃতিটুকুও তুলে রেখেছেন হৃদয়ে। সুযোগ পেলেই এর কাছে ওর কাছে বলতেন সেসব কথা। এখানকার অনেকের সঙ্গেই ছিল তাঁর সখ্য। সে সব কথা আরেকদিন শোনানো যাবে। আমরা আবারো ফিরে আসি সেই বহু উচ্চারিত প্রশ্নে- এতো ভালোবাসা ফেলে কেন তিনি চলে গেলেন?

যে ভুবনের বাসিন্দা তিনি ছিলেন সেখানে বাধা-বিপত্তি, নিষ্ঠুরতা, ক্রুরতা, ঈর্ষা আর ইঁদুর দৌড়েরই ছিল নিত্য আসা-যাওয়া। যদিও ঐ রঙিন জগতের বাইরের মানুষরা সে সবের আঁচটুকুও পান না। একবার এক কৃতী শিল্পী সম্পর্কে তিনি আক্ষেপভরে বলেছিলেন- 'আজ এই শিল্পীকে আমরা চিনতে চাই না। অর্থ এবং আত্মসর্বস্ব মুম্বাই-এর চিত্রজগৎ এরকমই। মুম্বাইতে যিনি যখন হিট তখন তার পায়েই মাথা কুটেন সবাই। যেই তিনি ভাগ্যের বিপর্যয়ে ফ্লপ তখন কেউ আর তার দিকে ফিরেও তাকায় না। একদা কৃতী ছিলেন, অনেক কিছু দিয়েছেন চিত্রজগৎকে- তাতে কী!'

যে শিল্পীকে নিয়ে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এই আক্ষেপ করেছিলেন তিনি অগোচরে চলে গেলেও পুলক বাবু নিজে তো আর অগোচরের মানুষ ছিলেন না। তাহলে কেন? নাকি বুঝতে পেরেছিলেন এই স্যাটেলাইট এবং হিন্দি প্রচার বাণিজ্যের ঘনঘটনায় তাঁর গুণের স্বীকৃতি হয়ে পড়তে পারে সংশয়গ্রস্ত; তাঁকেও চলে যেতে হবে আড়ালে? শেষ যাত্রার আগে এরকম আশংকার কথা অনেককেই তো বলেছিলেন। বলেছিলেন- 'এসব আর ভালো লাগে না।'

হিন্দি প্রচার বাণিজ্যের এই যুগে বাংলাদেশ অন্তত এসবের প্রভাবমুক্ত থাকবে- এই আশা তাঁর ছিল। কিন্তু সে বিশ্বাসেও কি চিড় ধরেনি তাঁর? নিজের জবানিতেই শুনি সেই কথা-

'বাংলাদেশে সবই বাংলা, হিন্দি নেই- এটা আমায় মুগ্ধ করতো। কলকাতায় সবই তো প্রায় হিন্দি, বাংলা আর কতোটুকু? এই বৈষম্য আমার বুকে আঘাত করতো। বেশ কিছুদিন আগে বাংলাদেশ টিভির একটা লাইভ অনুষ্ঠানে আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে ইন্টারভিউ দিতে দিতে বলেছিলাম- এপার পদ্মা ওপার গঙ্গা / বাংলা ভাষার দেশ। ওখানে শুধুই কাঙালি রয়েছে/বাঙালি নিরুদ্দেশ।

কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। এই প্রজন্মের সকলে ঘরে ঘরে শুনছেন টিভিতে হিন্দি অনুষ্ঠান। দুঃখ পেলাম। একুশে ফেব্রুয়ারির বাঙালিও এখন ক্রমশ বদলে যাচ্ছেন। হারিয়ে যাচ্ছে বাংলা ভাষার গর্ব। এই নিয়ে ঢাকার এক প্রতাপশালী বিত্তবানের বাড়িতে ডিনার খেতে খেতে আক্ষেপ করছিলাম। ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, 'স্যাটেলাইটকে কী করে আটকাবো দাদা?'

... হায়, কী যে এক বেদনা নিয়ে তিনি পাড়ি জমালেন অনন্তের পথে। এ মুহূর্তে তাই সে ইচ্ছাটাই প্রবল হয়ে ওঠে- স্যাটেলাইট সংস্কৃতির হালগ্রামানার এসব রঙচঙে বাংলা মোড়া বাণিজ্য নয়, আকাশ সংস্কৃতি বাঙালির হোক। আর অনন্ত যাত্রার সেই পথিকের কাছে একটিমাত্র শেষ প্রশ্ন- ভাই, গঙ্গায় ডুব দিয়ে কী গান কুড়াতে গেলেন আপনি?